দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৭-২-৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

পাঠকরা নিউজপ্রিন্টের বই পছন্দ করেন না

।। হাসান হাফিজ ।।

দফায় দফায় কাগজের দাম বৃদ্ধি, ছাপাখানায় সৃষ্ট সমস্যা এবং বই বাজারজাতকরণ ও বিপণনের সমস্যার জন্যে দেশে সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যের বাঞ্ছিত বিকাশ ঘটছে না।

প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় জানা গেছে : এসব সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলায় সোনালী ব্যাংকের গ্রন্থ উন্নয়ন ও বিক্রয় প্রকল্প একটি বৈজ্ঞানিক ও উপযোগী পদক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মন্থরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক জনাব ফজলে রাব্বি জানান, দেশে বইয়ের চাহিদা, আমদানী ও রফতানীর পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে বই বেরিয়েছিল চারশটি। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা হচ্ছে সতেরো শ সাতটি। গত বছর ভারত বৃটেন ও মধ্যপ্রাচ্যে পাঁচ লাখ টাকার বই রফতানী হয়েছে। এগুলি প্রধানত ধর্মীয় গ্রন্থ।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ

পাঠকরা

(১-এর ... পর)

তিনি জানান, একুশকে সামনে রেখে যেসব নতুন প্রকাশকের আবির্ভাব ঘটে, তারা শেষ পর্যন্ত এটাকে স্থায়ী ব্যবসা হিসাবে নেন না। তারা গ্রন্থ প্রকল্পের আওতায় এলে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থজগতে উপকৃত হতে পারে।

সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যের বই প্রকাশকে উৎসাহিত করার জন্যে লেখক ইউনিয়নের আহবানে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল 'লেখক' নামে একটি নতুন ধরনের কাগজ তিনশ টন উৎপাদন করেছে। পরিবহণ ও অন্যান্য সমস্যার কারণে সে কাগজ এখনো ঢাকা এসে পৌঁছায়নি।

বাংলা একাডেমীর চলতি গ্রন্থ মেলার উদ্বোধনী দিনে বিশিষ্ট প্রকাশক জনাব মহিউদ্দীন আহমদ গ্রন্থ উন্নয়ন ও গ্রন্থ বিপণনের সমস্যা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে তিনি বলেন, বইয়ের ব্যাপক ক্রেতা শ্রেণীর অনুপস্থিতিই আমাদের দেশে গ্রন্থোন্নয়নে সবচেয়ে বড়ো বাধা। বইয়ের পাঠক তৈরির প্রধান দায়িত্ব সরকারের। দেশের প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে একটি করে পাঠাগার স্থাপন, পাঠ্যবই ছাড়াও একটি করে শিশুতোষ বই কেনা (যার জন্যে পরীক্ষায় নম্বর থাকবে), এবং মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে সত্যিকার অর্থে পাঠাগার স্থাপন, পাঠাগার ফি বাবদ আদায়কৃত টাকায় বই কেনা নিশ্চিত করার জন্যে তিনি পরামর্শ দেন।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের সহায়তায় সোনালী ব্যাংক প্রবর্তিত গ্রন্থঋণ প্রকল্প সম্পর্কে তিনি বলেন, এটিই এদেশের প্রথম সমন্বিত প্রকল্প যার চরিত্র সমবায় ভিত্তিক। এখানে ভর্তুকীর কোন বালাই নেই।

সৃজনশীল সাহিত্য ও গবেষণা মূলক পুস্তক স্থায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব ইফতেখার রসুল জর্জ বলেন, সাহিত্যের প্রত্যাশিত বিকাশের জন্যে দরকার কাগজের দাম কমানো, রিকন্ডিশনড প্রেস আমদানীর ক্ষেত্রে ট্যাক্স কমানো।

তিনি বলেন, পাঠকরা কম দামে বই চান এবং তারা নিউজপ্রিন্টের বই পছন্দ করেন না। সাহিত্যের বই কম পরিমাণে ছাপা হয় বলে ভালো প্রেসগুলি তা ছাপতে আগ্রহী নয়। বর্তমানে ঢাকা শহরে নতুন কোন প্রেস আমদানীর অনুমতি নেই।

কাগজ ও মুদ্রণ উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে জর্জ বলেন, এখন সাদা ডাবল ডিমাই কাগজ প্রতি রীমের দাম ৫১০ টাকা এই দাম ৬২০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।